প্রথম আলো

তারিখ 20 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইউজিসি প্রতিনিধিদলকে প্রধানমন্ত্রী

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন দ্রুত প্রণয়ন করা হবে

বিশেষ প্রতিনিধি

প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার মান বিপজ্জনক পর্যায়ে নেমে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের মেয়াদে নিয়মনীতি অনুসরণ না করে ব্যাঙের ছাতার মতো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার অনুমতি দেওয়ায় উচ্চশিক্ষার মান নেমে গেছে। তাই দ্রুত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠককালে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। গতকাল মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ওই বৈঠক হয়। এ সময় প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয়, প্রায় দুই লাখ ছাত্রছাত্রী এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়মনীতির আওতায় পরিচালনা করতে হলে জরুরিভাবে আইনটি প্রণয়ন করা উচিত।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগের গত শাসনামলে নিয়মনীতির বাইরে কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু জোট সরকার ঢালাওভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি দিয়ে উচ্চশিক্ষার সর্বনাশ করেছে।

ইউজিসির প্রতিনিধিদল জাতীয় সংসদের আগামী অধিবেশনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি উত্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন দ্রুত প্রণয়ন করা হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জবাবে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে উত্থাপনের আগে এর আনুষঙ্গিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পরামর্শ দেন।

উল্লেখ্য, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ প্রণয়ন করলেও জাতীয় সংসদ সেটা অনুমোদন করেনি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এখন নতুনভাবে আইনটি জাতীয় সংসদে উত্থাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ইউজিসির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন। তিনি পাঠ্যবই সংকটের কথা উল্লেখ করে বলেন, এখন থেকে পাঠ্যবই ছাপার কাজ জেলা সদরে করা হবে। আর স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে পাঠ্যবই বিতরণ করা হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলেজগুলো আলাদা করে ওই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি ছয়টি বিভাগীয় সদরের সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজগুলো অধিভুক্ত করার কথা বলেন।

যোগ্য শিক্ষকের প্রচণ্ড সংকট থাকায় তাঁরা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষক তৈরি করে গুণগত মান উন্নয়নের চেষ্টা করবে সরকার। তিনি বলেন, গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ব্যাংক হিসাব জব্দ করায় বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের বৃত্তিতে অধ্যয়নরত এক হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ৩০০ জন ঝরে পড়েছিল। এদের আবার শিক্ষার ধারায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে।

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা আলাউদ্দিন আহমেদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোছা ওয়াহিদুজ্জামান, প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন ইউজিসির সদস্য এহসানুল হক, মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম, মো. তাজুল ইসলাম, আতফুল হাই শিকদার ও আমেনা বেগম।

ইউজিসির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার মান উন্নয়নে করণীয় বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, ইউজিসির ক্ষমতা ও জনবল বৃদ্ধির বিষয়েও প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

এদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন সম্পর্কে ইউজিসি গতকাল বিকেলে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। এ সময় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আগের মতোই নতুন আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করা হয়। তবে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ অনেকেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে নতুন আইন প্রণয়নের কথা বলেন।

সভায় শিক্ষাবিদ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মজিদ খান, হাফিজ মি এ সিদ্দিকী, বজলুল মোবিন চৌধুরী, সি এম শফি সামি, আব্দুল মান্নান চৌধুরী, এম শমসের আলী, কাজী রফিকুল আলম, মনজুর আহমেদ, ম. আখতারুজ্জামান, অজয় রায়, মনিরুল হক, আবুল কাশেম হায়দার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।